মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

এপ্রিল-জুন ২০২৫

গবেষণা বিভাগ
(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং, গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। এ সম্পর্কিত কোন মতামত/পরামর্শ থাকলে মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান, পরিচালক, গবেষণা বিভাগ (mohammad.masud@bb.org.bd) বরাবর ই-মেইলে জানানো যেতে পারে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(এপ্রিল-জুন ২০২৫)

সারসংক্ষেপ

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

- এপ্রিল-জুন ২০২৫ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ (M2) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক হতে ২.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২১৭৪৬.২২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৫ শেষে M2 তে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৯৫ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ৭.৭৪ শতাংশ এবং জুন'২৫ এর জন্য নির্ধারিত প্রক্ষেপণ ৮.৪০ শতাংশের তুলনায় কম। *মূলতঃ নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (NDA)-এর প্রবৃদ্ধি কম হওয়ায় জুন'২৫ শেষে M2-এর প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে, অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণের তুলনায় কম হওয়ায় ব্যাংক ব্যবস্থায় নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ হ্রাস পেয়েছে, যা প্রক্ষেপিত মাত্রার বিপরীতে মুদ্রা সরবরাহ হ্রাসের মূল কারণ।*
- অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২২৮৪০.৩৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৫ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.৯৭ শতাংশ, যা জুন'২৫ এর প্রক্ষেপণ ১২.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ও জুন'২৪ শেষের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ৯.৮০ শতাংশের তুলনায় কম। *বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি তুলনামূলক কম হওয়ায় অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম হয়েছে।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৫ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নিট ঋণ স্থিতি ১৪.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যেখানে জুন'২৪ শেষে ৯.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। *সরকারের রাজস্ব আয় নির্ধারিত মাত্রার তুলনায় কম হওয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি ঋণের বর্ধিত চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারি খাতে (নিট) ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।*
- বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৫ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.৪৯ শতাংশ যা জুন'২৫ এর প্রক্ষেপণ (৯.৮০ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির (৯.৮৪ শতাংশ) তুলনায় কম। *ব্যাংকিং খাতে তারল্য সংকট এবং সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির প্রেক্ষিতে ঋণ গ্রহণের খরচ বৃদ্ধির (higher borrowing costs) কারণে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিতে মন্থর গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।*
- রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এর শেষের তুলনায় ২.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে জুন'২৫ এ ৪১৩১.৭৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। *কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ হ্রাসের ফলে বাৎসরিক ভিত্তিতে রিজার্ভ মুদ্রা ০.১১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।*

মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি মার্চ'২৫ শেষের ৯.৩৫ শতাংশ হতে হ্রাস হয়ে জুন'২৫ শেষে ৮.৪৮ শতাংশে দাঁড়ায়। *সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির পাশাপাশি খাদ্য আমদানির উপর শুল্ক হ্রাস, অনুকূল আবহাওয়া, মৌসুমী শাকসবজি এবং ফসলের সহজলভ্যতার কারণে বাজার ব্যবস্থায় সরবরাহ চেইন (supply chain) স্বাভাবিক হতে থাকায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে, যা সার্বিক মূল্যস্ফীতি হ্রাসে সহায়ক হয়।*

তারল্য, সুদ হার ও শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ পরিস্থিতি

- জুন'২৫ শেষে ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ সংরক্ষণের (সিআরআর ও এসএলআর) পর অতিরিক্ত তরল সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে ২৯২৭.৪৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা মার্চ'২৫ শেষে ছিল ২৩৮৮.৪৬ বিলিয়ন টাকা। *জুন'২৪ এ NPL বৃদ্ধির ফলে শরিয়াহ-ভিত্তিক কিছু ব্যাংকের তারল্য অনেকটা চাপের মধ্যে থাকায় ব্যাংকিং খাতে মোট তারল্য পরিস্থিতির অবনতি হয়। তবে পরবর্তীতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ ও বিশেষ তারল্য সহায়তার সূত্রে ব্যাংক খাতের তারল্য পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে।*
- ব্যাংক খাতে আমানত ও আগাম এর ভারিত গড় সুদহার জুন'২৫ শেষে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.২৬ ও ১২.০৮ শতাংশ, যেখানে মার্চ'২৫ শেষে ছিল যথাক্রমে ৬.১৭ শতাংশ ও ১২.০৪ শতাংশ। *আমানত সংগ্রহের নিম্নসীমা প্রত্যাহার করে স্বীয় বিবেচনায় সুদহার নির্ধারণ করায় যেমন আমানত সুদহার বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমন পলিসি রেট বৃদ্ধিসহ ঋণের সুদহার বাজার-ভিত্তিক করার ফলে ঋণের সুদহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে।*
- সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যমতে, তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ মার্চ'২৫ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৪২০৩.৩৫ বিলিয়ন টাকায়। *পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ক্রমবর্ধমান NPL সমস্যার সমাধান বর্তমানে ব্যাংকিং খাতের জন্য অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত ব্যবস্থাদির অংশ হিসেবে কিছু ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙ্গে দেওয়াসহ আর্থিক খাত সংস্কারের জন্য টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।*

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- *পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য সময়কালে রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি ও আমদানি ব্যয় হ্রাসের প্রেক্ষিতে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) ৭৯৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে। অন্যদিকে, এ সময়ে অন্যান্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থিক হিসাবেও (financial account) ৩২৬৮.০ মিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে (সারণি-১)। ফলে, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৪৪৯৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়।*
- এপ্রিল-জুন ২০২৫ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১২.৪৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১০০৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।
- আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ১২.৬২ শতাংশ ও ৯.০৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৫০৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।
- জুন'২৫ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে টাকা-ডলার বিনিময় হার দাঁড়ায় ১২২.৭৭ টাকা, যা মার্চ'২৫ ও ডিসেম্বর'২৪ শেষে ছিল যথাক্রমে ১২২.০ ও ১২০.০ টাকা। আলোচ্য সময়ে টাকা-ডলার বিনিময় হার শতকরা ০.৬৩ ভাগ অবচিতি (depreciation) পরিলক্ষিত হয়।
- গ্রস বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ জুন'২৫ শেষে দাঁড়ায় ৩১৭৭২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিপিএম৬ হিসাবে ২৬৭৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) যা দিয়ে ৫.২ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় মেটানো যাবে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(এপ্রিল-জুন ২০২৫)

বিশ্বব্যাপী দ্রুত বাণিজ্যিক উদ্বেগ বৃদ্ধি হওয়া ও নীতিগত অনিশ্চয়তার মধ্যে ২০২৫ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি কমে ২.৮ শতাংশ এবং গ্লোবাল মূল্যস্ফীতি কিছুটা ধীরগতিতে হ্রাস পেয়ে ৪.৩ শতাংশ হবে মর্মে আশা[১] করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে অভ্যন্তরীণ সামষ্টিক অর্থনীতির প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ: মূল্যস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল ও রিজার্ভ বৃদ্ধি করা, এবং ক্রমবর্ধমান NPL মোকাবেলায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথমার্ধেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমান মুদ্রানীতিতে (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২৫) সরকারি খাতে (নিট) ঋণ ও বেসরকারী খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে যথাক্রমে ১৮.১ শতাংশ ও ৮.০ শতাংশ। উল্লেখ্য, জুন'২৫ শেষে প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ১৩.০৯ শতাংশ ও ৬.৪৯ শতাংশ। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যমতে, পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২৪ থেকে ২.৪১ পারসেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে জুন'২৫ শেষে দাঁড়িয়েছে ৮.৪৮ শতাংশে। এছাড়া, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৪৪৯৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়েছে।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা সরবরাহ (M2)

এপ্রিল-জুন ২০২৫ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ (M2) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২১১৫০.৪৩ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি হয়ে ২১৭৪৬.২২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। M2 পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (মার্চ'২৫ শেষে) ২.৯৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে (জুন'২৪ শেষে) ৪.৯৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। উৎস ভিত্তিক বিশ্লেষণ দেখা যায়, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ এবং নীট বৈদেশিক সম্পদ যথাক্রমে ০.৫৬ শতাংশ ও ১৮.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

চার্ট-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

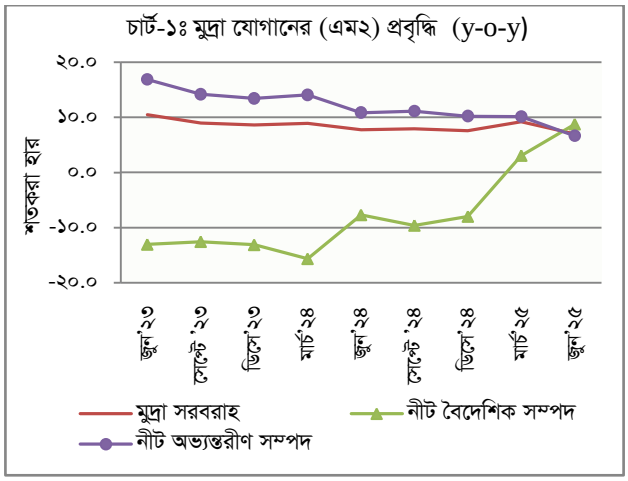

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৫ শেষে M2 তে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৯৫ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ৭.৭৪ শতাংশ এবং জুন'২৫ এর জন্য নির্ধারিত প্রক্ষেপণ ৮.৪০ শতাংশের তুলনায় কম। উল্লেখ্য, বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৫ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ৮.৭৪ শতাংশ এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ৬.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায় (চার্ট-১)। মূলতঃ নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (NDA)-এর প্রবৃদ্ধি কম হওয়ায় জুন'২৫ শেষে M2-এর প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণের তুলনায় কম হওয়ায় ব্যাংক ব্যবস্থায় নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে।

[১] ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৫; আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)

অভ্যন্তরীণ ঋণ

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ২২২৩৬.৬৫ বিলিয়ন টাকার চেয়ে ২.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২২৮৪০.৩৭ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৫ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.৯৭ শতাংশ, যা জুন'২৫ এর প্রক্ষেপণ ১২.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ও জুন'২৪ শেষের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ৯.৮০ শতাংশের তুলনায় কম। উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি তুলনামূলক কম হওয়ায় অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা এবং পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম। (চার্ট-২)।

চার্ট-২ঃ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

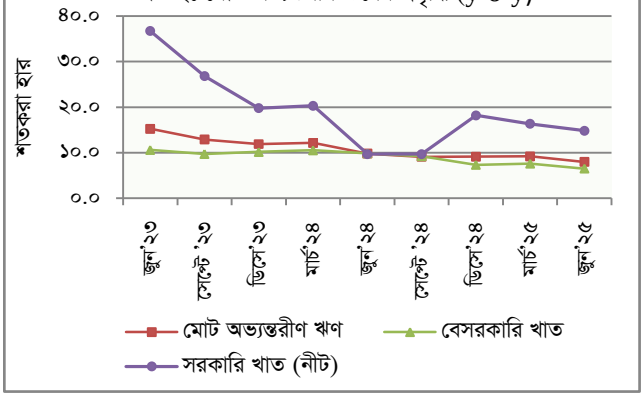

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

জুন'২৫ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৬.৪৯ শতাংশ যা জুন'২৫ এর প্রক্ষেপণ (৯.৮০ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির (৯.৮৪ শতাংশ) তুলনায় কম। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ জুন'২৪ শেষের ৭৭.৫৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে জুন'২৫ শেষে ৭৬.৫২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকিং খাতে তারল্য সংকট এবং সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির প্রেক্ষিতে ঋণ গ্রহণের খরচ বৃদ্ধির (higher borrowing costs) কারণে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধিতে মন্থর গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

অন্যদিকে, ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত (cumulative) নিট ঋণস্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ৪৮৭৮.৭৩ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৯.২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৫ শেষে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নিট ঋণ স্থিতি ১৪.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যেখানে জুন'২৪ শেষে ৯.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। উল্লেখ্য, সরকারের রাজস্ব আয় নির্ধারিত মাত্রার তুলনায় কম ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারি খাতে (নিট) ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)

এপ্রিল-জুন ২০২৫ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৮.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩১৬৫.৬৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৪.৭৩ শতাংশ ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ১২.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বাৎসরিক ভিত্তিতে জুন'২৫ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ৮.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধি (৭.৭০ শতাংশ) এর চেয়ে বেশি। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে (জুন'২৪) নীট বৈদেশিক সম্পদ ৮.০৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

রিজার্ভ মুদ্রা

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ২.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪১৩১.৭৯ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ০.৮১ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ১৫.৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। উপাদানভিত্তিক তুলনায় দেখা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এপ্রিল-জুন ২০২৫ ত্রৈমাসিকে রিজার্ভ মুদ্রার বৃদ্ধি হয়েছে।

চার্ট-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

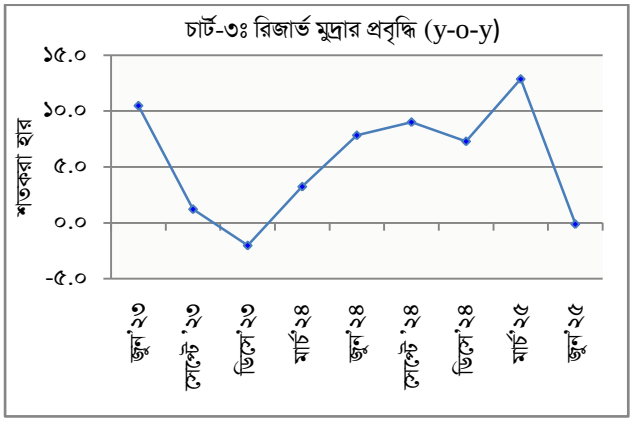

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাৎসরিক ভিত্তিতে রিজার্ভ মুদ্রা প্রক্ষেপণের ১.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধির তুলনায় জুন'২৫ শেষে ০.১১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যেখানে পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ৭.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছিল (চার্ট-৩)। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ অধিক হ্রাসের সূত্রে বাৎসরিক ভিত্তিতে রিজার্ভ মুদ্রা হ্রাস পেয়েছে।

২। তারল্য পরিস্থিতি

জুন'২৫ শেষে ব্যাংকসমূহের বিধিবদ্ধ সংরক্ষণের (সিআরআর ও এসএলআর) পর অতিরিক্ত তরল সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে ২৯২৭.৪৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা মার্চ'২৫ শেষে ছিল ২৩৮৮.৪৬ বিলিয়ন টাকা (চার্ট-৪)। উল্লেখ্য, জুন'২৪ এ NPL বৃদ্ধির ফলে শরিয়াহ-ভিত্তিক কিছু ব্যাংকের তারল্য অনেকটা চাপের মধ্যে থাকায় ব্যাংকিং খাতে মোট তারল্য পরিস্থিতির অবনতি হয়। তবে পরবর্তীতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ ও বিশেষ তারল্য সহায়তার সূত্রে ব্যাংক খাতের তারল্য পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে।

চার্ট-৪ঃ অতিরিক্ত তরল সম্পদ (Excess Liquid Asset)

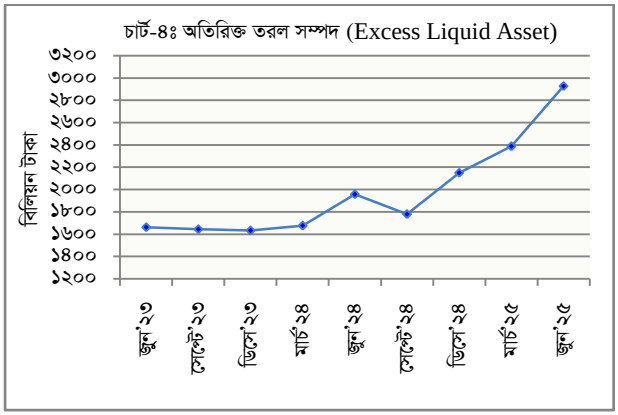

উৎসঃ ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩। বাজারভিত্তিক সুদহার

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে স্বল্প মেয়াদি সুদহার (কল মানি) বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্যাংকসমূহের আমানত ও ঋণের সুদহার উভয়ই অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে (চার্ট-৫)। ব্যাংক খাতে আমানত ও আগাম ভারিত গড় সুদহার জুন'২৫ শেষে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬.২৬ ও ১২.০৮ শতাংশ, যেখানে মার্চ'২৫ শেষে ছিল যথাক্রমে ৬.১৭ শতাংশ ও ১২.০৪ শতাংশ। আমানত সংগ্রহের নিম্নসীমা প্রত্যাহার করে স্বীয় বিবেচনায় সুদহার নির্ধারণ করায় আমানত সুদহার যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি পলিসি রেট বৃদ্ধিসহ ঋণের সুদহার বাজার-ভিত্তিক করার ফলে ঋণের সুদহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চার্ট-৫ আমানত ও আগামের সুদ হার

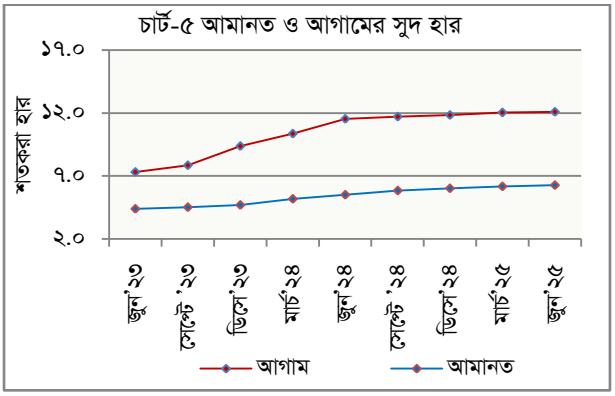

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৪। মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যমতে, তফসিলি ব্যাংকগুলোর মোট শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ মার্চ'২৫ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৪২০৩.৩৫ বিলিয়ন টাকায়, যা ডিসেম্বর'২৪ ও সেপ্টেম্বর'২৪ শেষে ছিল যথাক্রমে ৩৪৫৭.৬৫ বিলিয়ন টাকা ও ২৮৪৯.৭৭ বিলিয়ন টাকা (চার্ট-৬)। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ক্রমবর্ধমান NPL সমস্যার সমাধান বর্তমানে ব্যাংকিং খাতের জন্য অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ।

এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত ব্যবস্থাদির অংশ হিসেবে নির্বাচিত কিছুব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙ্গে দেওয়াসহ আর্থিক খাত সংস্কারের জন্য টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

চার্ট-৬ঃ মোট শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ ও NPL অনুপাতগতিধারা

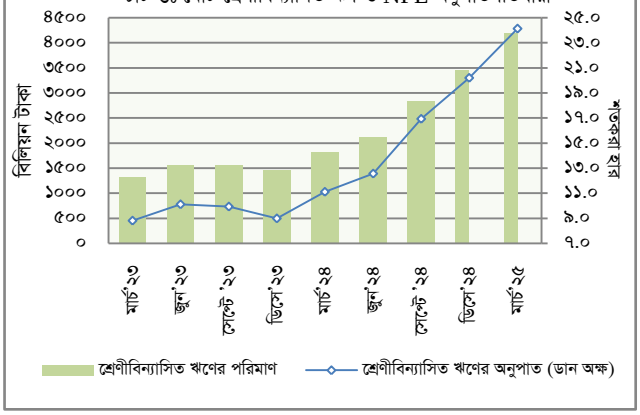

উৎসঃ ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৫। মূল্যস্ফীতি

পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি মার্চ'২৫ শেষের ৯.৩৫ শতাংশ হতে হ্রাস হয়ে জুন'২৫ শেষে ৮.৪৮ শতাংশে দাঁড়ায়। আলোচ্য সময়ে খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাওয়ার সূত্রে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট সার্বিক মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির পাশাপাশি খাদ্য আমদানির উপর শুল্ক হ্রাস, অনুকূল আবহাওয়া, মৌসুমী শাকসবজি এবং ফসলের সহজলভ্যতা বাজার ব্যবস্থায় সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক হতে থাকায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে যা সার্বিক মূল্যস্ফীতি হ্রাসে সহায়ক হয়।

চার্ট-৭ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০২১-২২)

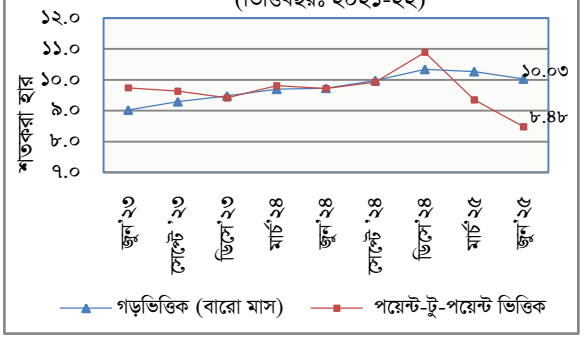

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যানব্যুরো। * ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬

অর্থ ও ঋণ পরিস্থিতিসহ এপ্রিল-জুন ২০২৫ ত্রৈমাসিকে নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা সংযোজনী-১ তে তুলে ধরা হলো।

৬। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

এপ্রিল-জুন ২০২৫ ত্রৈমাসিকে ওভারনাইট রেপো (পলিসি) সুদহার, স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) সুদহার এবং স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ) সুদহার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ন্যায় যথাক্রমে ১০.০০ শতাংশ, ১১.৫০ শতাংশ এবং ৮.৫০ শতাংশ ছিল।

কলমানিঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আন্তঃব্যাংক কলমানি মার্কেটে সুদহার সর্বনিম্ন ৯.০০ শতাংশ ও সর্বোচ্চ ১১.০০ শতাংশ ছিল এবং মোট ২৩৭৯.৪৯ বিলিয়ন টাকার লেনদেন করা হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের চেয়ে ১.৩৫ শতাংশ বেশি। সর্বশেষ, ২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে ভারিত গড় কলমানি সুদহার দাঁড়ায় ৯.৯০ শতাংশ।

রেপো[২] নিলামঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দৈনিক রেপো'র ৫৪টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন মেয়াদি রেপো'র আওতায় ৬০২৭.১৮ বিলিয়ন টাকার ৪৫৮৫টি দরপত্র গৃহীত হয়, যেখানে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৫৯টি নিলামে ৪৮১৯.১৬ বিলিয়ন টাকার ৪০১৯টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

এছাড়া, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে Assured রেপো'র ১৬টি নিলামে ১৭১.৫৮ বিলিয়ন টাকার ৪৫টি দরপত্র গৃহীত হয়।

স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ)[৩]ঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে এসডিএফ এর আওতায় মোট ৫৫টি নিলামের মাধ্যমে ১৪১৮.৭৪ বিলিয়ন টাকার ২৮০টি দরপত্র গৃহীত হয়।

[২]দৈনিক ভিত্তিক নিলামে অন্তর্ভুক্তঃওভারনাইট রেপো, লিকিউডিটি সাপোর্ট ফ্যাসিলিটি (এলএসএফ) ও স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ)

সরকারি ট্রেজারি বিলঃ এপ্রিল-জুন ২০২৫ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১২টি নিলামের মাধ্যমে ৯৮০.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০৪১.৮৫ বিলিয়ন টাকার ৭৬৫৬টি দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৮৪৬.০১ বিলিয়ন টাকার ৫৪০৩টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ আলোচ্য সময়ে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ১২টি নিলামের মাধ্যমে ৪৩০.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৫৮.২৫ বিলিয়ন টাকার ৩৩১৭টি দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৪৬৮.৮৮ বিলিয়ন টাকার ৩১৫৯টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রের ভারিত গড় বার্ষিক আয় পরিসীমা ছিল ১১.০৯ শতাংশ থেকে ১২.০৯ শতাংশ। জুন'২৫ শেষে ট্রেজারি বন্ড স্থিতি ছিল ১৮৮৫.৯০ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ১৭.৫৯ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংক বিলঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ০৫টি নিলামে ১২.৫০ বিলিয়ন টাকার ১৬টি দরপত্র গৃহীত হয়।

ইসলামিক ব্যাংকস্ লিকুইডিটি ফ্যাসিলিটি (আইবিএলএফ)ঃ এ সময়ে আইবিএলএফ এর মোট ৪৩টি নিলামের মাধ্যমে ৪৬২.৬১ বিলিয়ন টাকার ১৩০টি দরপত্র গৃহীত হয়।

স্পেশাল লিকুইডিটি সাপোর্ট (এসএলএস)ঃ এ সময়ে ০৪টি নিলামে ৩০.৮৮ বিলিয়ন টাকার ৪টি দরপত্র গৃহীত হয়।

মুদারাবা লিকুইডিটি সাপোর্ট (এমএলএস)ঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয় নি।

উপরোক্ত তথ্যানুযায়ী, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সরকারি ট্রেজারি বিলে বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, ট্রেজারি বিল ও বন্ডের গড় ভারীত বার্ষিক আয় হার পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের রেপোর মাধ্যমে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও Assured রেপো'র মাধ্যমে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ হ্রাসসহ ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

রপ্তানিঃ এপ্রিল-জুন ২০২৫ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১২.৪৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১০০৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।

আমদানিঃ আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের চেয়ে যথাক্রমে ১২.৬২ শতাংশ ও ৯.০৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৫০৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।

রেমিট্যান্সঃ এ সময়ে রেমিট্যান্স পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৬.৬৯ শতাংশ ও ২৪.৯৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৫৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP)ঃ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য সময়কালে রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধি ও আমদানি ব্যয় হ্রাসের প্রেক্ষিতে চলতি হিসাব ভারসাম্যে (Current Account Balance) ৭৯৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে। অন্যদিকে, এ সময়ে অন্যান্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে আর্থিক হিসাবেও (financial account) ৩২৬৮.০ মিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত হয়েছে (সারণি-১)। ফলে, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৪৪৯৩.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়।

বৈদেশিক লেনদেনের গতিধারা সারণী-১ এ তুলে ধরা হলো।

সারণি-১ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের গতিধারা

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

	অর্থবছর ২০২৩-২৪	অর্থবছর ২০২৪-২৫[স]	এপ্রিল-জুন: অর্থবছর ২০২৪[স]	জানুয়ারি-মার্চ: অর্থবছর ২০২৫[সা]	এপ্রিল-জুন: অর্থবছর ২০২৫[সা]
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	**-২২৪৩৩**	**-২০৩৮৯**	**-৬৬৭৮**	**-৫৬৮০**	**-৪৯৪৬**
রপ্তানি (f.o.b)	৪০৮০৭	৪৩৯৫৮	৯৮৬১	১১৫৩৭	১০০৯৯
আমদানি (f.o.b)	৬৩২৪০	৬৪৩৪৭	১৬৫৩৯	১৭২১৭	১৫০৪৫

[স]নীতি সুদহার করিডোর এর নিম্নসীমা স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি (এসডিএফ), যা পূর্বে রিভার্স রেপো হিসেবে অভিহিত ছিল

সেবা	-৪২৪১	-৫৪০৫	-১৩৯৮	-১৪৬০	-১৭০৪
প্রাইমারি ইনকাম	-৪৩২৬	-৫০৪২	-১১১০	-১২৯৫	-১২৭৬
সেকেন্ডারি ইনকাম	২৪৩৯৮	৩০৯৮৫	৬৯৮২	৮১৪৫	৮৭২০
প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স	২৩৯১২	৩০৩২৯	৬৮৩৮	৮০০৯	৮৫৪৪
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	-৬৬০২	**১৪৯**	**-২২০৪**	**-২৯০**	**৭৯৪**
মূলধনী হিসাব	৬৬৫	৩৭৬	৩৭৮	৫০	১১০
আর্থিক হিসাব	৪৪৮৭	৩৯৮০	**৩৬৯৪**	**৪৬**	**৩২৬৮**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**-৪৩০০**	**৩৩৯৪**	**৪৫৭**	**-৬৩২**	**৪৪৯৩**

স=সংশোধিত, সা =সাময়িক,

উৎস ঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

৮। বিনিময় হার পরিস্থিতি

নামিক বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)

জুন'২৫ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে টাকা-ডলার বিনিময়[৪] হার দাঁড়ায় ১২২.৭৭ টাকা, যা মার্চ'২৫ ও ডিসেম্বর'২৪ শেষে ছিল যথাক্রমে ১২২.০ ও ১২০.০ টাকা। এপ্রিল-জুন ২০২৫ সময়ে টাকা-ডলার বিনিময় হারে শতকরা ০.৬৩ ভাগ অবচিতি (depreciation) পরিলক্ষিত হয় (চার্ট-৮)। বিনিময় হারে সৃষ্ট চাপ প্রশমনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এপ্রিল-জুন ২০২৫ সময়ে ৩৫.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নিট বিক্রয় করা হয়েছে, যা বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৩৭৩.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কম।

চার্ট-৮ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

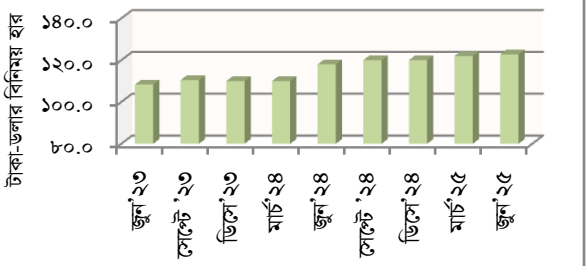

উৎসঃ মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

সর্বশেষ, ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে FX Market Spot Exchange Rate (Reference Rate of USD/BDT) ছিল ১২২.১৬৪১ টাকা।

প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক (Real Effective Exchange Rate-REER Index)

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক মার্চ'২৫ শেষের ১০২.০৫ থেকে ৩.৩৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে জুন'২৫ শেষে দাঁড়িয়েছে ৯৮.৬২, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে যথাক্রমে ০.১৯ শতাংশ বৃদ্ধি ও ৫.২৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

৯। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

বৈদেশিক দায় পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রাখা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য লেনদেন, প্রবাসী আয়, সরাসরি গ্রস বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং অন্যান্য বৈদেশিক (নিট) অন্তঃপ্রবাহের উপর রিজার্ভের পরিমাণ নির্ভর করে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ জুন'২৫ শেষে দাঁড়ায় ৩১৭৭২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিপিএম৬ হিসাবে ২৬৭৩৯.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) যা ৫.২ মাসের সম্ভাব্য আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত। সর্বশেষ

চার্ট-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

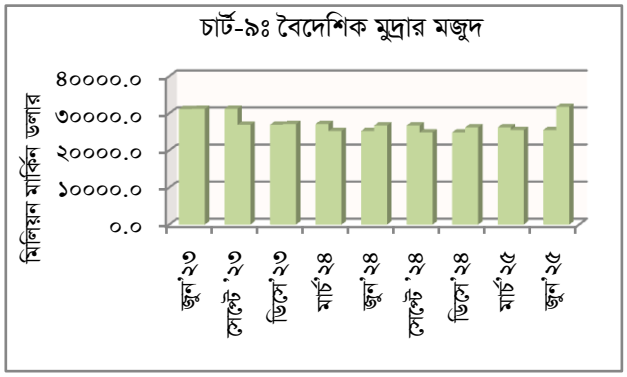

উৎসঃ একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক।

[৪] টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে) বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলারস্ অ্যাসোসিয়েশন (BAFEDA) হতে সংগৃহীত।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ২০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে গ্রস রিজার্ভ ছিল ৩১১৪৩.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিপিএম৬ অনুযায়ী ২৬৪৩২.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

১০। এপ্রিল-জুন ২০২৫ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- ফাইন্যান্স কোম্পানির পরিচালক পর্ষদের গঠন এবং পরিচালকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত নীতিমালায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, পরিচালকগণ ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রিধারী হবেন। এছাড়া, বিকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের পরিচালক হিসেবে এবং কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির পক্ষে মনোনীত বা প্রতিনিধি পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিয়োগ সম্পর্কিত যোগ্যতা ও উপযুক্ততা সংক্রান্ত বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে। (বিস্তারিত: ডিএফআইএম, ১৬ এপ্রিল ২০২৫, apr162025dfiml09.pdf)
- ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণ গ্রহীতা শনাক্তকরণ ও চূড়ান্তকরণের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি)-তে রিপোর্ট করবে, যেখানে ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণ গ্রহীতাকে WD (Willful Defaulter) হিসেবে প্রদর্শন করা হবে। ব্যাংক কর্তৃক ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণ গ্রহীতার ক্রম পুঞ্জীভূত তথ্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিবরণী আকারে দাখিল করবে। (বিস্তারিত: বিআরপিডি, ১৬ এপ্রিল ২০২৫, apr162025brpdl09.pdf)
- বিদেশে কাঁচা পাট রপ্তানির ক্ষেত্রে বেল প্রতি ৭.০০ (সাত) টাকা এবং পাটজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি মূল্যের প্রতি ১০০.০০ টাকায় ০.৫০ (পঞ্চাশ) টাকা ফি পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। (বিস্তারিত: এফইপিডি, ২৪ এপ্রিল ২০২৫, apr242025fepdl17.pdf)
- অনলাইন ভিত্তিক জুয়া সার্বক্ষণিক তদারকির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে মার্চেন্ট বা গ্রাহকের ঠিকানায় সশরীরে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। মার্চেন্ট বা গ্রাহক জড়িত থাকলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করাসহ গ্রাহকের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং 'সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫' পরিপালন করতে হবে। (বিস্তারিত: পিএসডি, ২৮ মে ২০২৫, may282025psd07.pdf)
- আর্থিক লেনদেনে নারীর সক্ষমতা ও নারীর অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির জন্য ভবিষ্যৎ এজেন্ট ব্যাংকিং নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যূন ৫০% নারী এজেন্ট নিশ্চিত করতে হবে। (বিস্তারিত: বিআরপিডি, ০৮ মে ২০২৫, may082025brpdl10.pdf)
- বৈধ মাধ্যম হতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয়ের সময় পাসপোর্ট এনডোর্সমেন্ট ফি/ চার্জ হিসেবে সর্বোচ্চ ৩০০/- টাকা আদায় করা যাবে এবং এতদ্ব্যতীত অতিরিক্ত কোন সার্ভিস ফি/চার্জ/কমিশন বা অনুরূপ কিছু আদায় করা যাবে না। (বিস্তারিত: বিআরপিডি, ১৭ মে ২০২৫, may172025brpdl11.pdf)
- ব্যাংকিং সেক্টরের ঋণ শৃঙ্খলা সমুন্নত রাখার নিমিত্ত চলমান ঋণসমূহ বিদ্যমান মেয়াদের মধ্যে নবায়ন করতে হবে। তবে, ঋণের সীমাতিরিক্ত অংশ সমন্বয় ব্যতীত ঋণ নবায়ন করা যাবে না এবং চলমান ঋণের সীমাতিরিক্ত অংশ মূল ঋণ হিসাব হতে পৃথক করতঃ নতুন ঋণ সৃষ্টি বা অন্য কোনো ঋণ হিসাবে স্থানান্তর করা যাবে না। (বিস্তারিত: বিআরপিডি, ২৫ জুন ২০২৫, jun252025brpd6.pdf)

১১। উপসংহার

সামষ্টিক অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ সামনে রেখে পরিমিত মাত্রার দেশজ প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখাসহ অভ্যন্তরীণ বাজারমূল্য বিশেষতঃ খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখে দামস্তরে স্থিতিশীলতা আনয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জরুরী ও প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করছে। তবে, বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক উদ্বেগ বৃদ্ধি হওয়ার প্রেক্ষাপটে দেশের অগ্রাধিকার খাতসমূহ যথা: কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প, আমদানি বিকল্প শিল্প ও সিএমএসএমই খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করা, খেলাপী ঋণের মাত্রা হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ বাস্তবায়ন, ব্যাংক খাতে তারল্য পরিস্থিতি স্বস্তিদায়ক পর্যায়ে ফিরিয়ে আনা, আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা ও আস্থা পুনরুদ্ধারসহ আর্থিক খাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

গবেষণা বিভাগ

(মানি এন্ড ব্যাংকিং উইং)

নির্বাচিত কিছু সূচকের তুলনামূলক অবস্থা এপ্রিল-জুন, ২০২৫

সংযোজনী-১

(বিলিয়ন টাকায়)

	জুন	মার্চ	ডিসেম্বর	জুন	মার্চ	জুন	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০২৫	২০২৫	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৩	মার্চ'২৫ এর	ডিসেম্বর'২৪ এর	মার্চ'২৪ এর	জুন'২৪ এর	জুন'২৩ এর
							তুলনায় জুন'২৫	তুলনায় মার্চ'২৫	তুলনায় জুন'২৪	তুলনায় জুন'২৫	তুলনায় জুন'২৪
১	২	৩	৪	৫	৫	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩১৬৫.৬৪	২৬৭৩.৪৩	২৫৫২.৭৬	২৯১১.২৯	২৫৯৪.৩৬	৩১৬৭.২৮	৪৯২.২১	১২০.৬৭	৩১৬.৯৩	২৫৪.৩৫	-২৫৫.৯৯
							(১৮.৪১)	(৪.৭৩)	(১২.২২)	(৮.৭৪)	-(৮.০৮)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১৮৫৮০.৫৮	১৮৪৭৬.৯৯	১৭৯৮৪.১০	১৭৪২১.০৫	১৬৭৭৮.০৬	১৫৭০৪.৪০	১০৩.৫৮	৪৯২.৯০	৬৪২.৯৯	১১৫৯.৫৩	১৭১৬.৬৫
							(০.৫৬)	(২.৭৪)	(৩.৮৩)	(৬.৬৬)	(১০.৯৩)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	২২৮৪০.৩৭	২২২৩৬.৬৫	২১৫০৯.৮৫	২১১৫৫.২৫	২০৩৬৪.৪৯	১৯২৬৭.৭১	৬০৩.৭২	৭২৬.৮০	৭৯০.৭৬	১৬৮৫.১২	১৮৮৭.৫৪
							(২.৭১)	(৩.৩৮)	(৩.৮৮)	(৭.৯৭)	(৯.৮০)
i) সরকারি খাত (নীট)	৪৮৭৮.৭৩	৪৫৪১.৩৩	৪১৫৫.৭৭	৪২৪৮.৭৭	৩৯০৪.০১	৩৮৭৩.৫০	৩৩৭.৪০	৩৮৫.৫৬	৩৪৪.৭৬	৬২৯.৯৬	৩৭৫.২৭
							(৭.৪৩)	(৯.২৮)	(৮.৮৩)	(১৪.৮৩)	(৯.৬৯)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৪৮৪.৮৮	৫০০.১৯	৫০৩.৩১	৪৯৪.১৯	৪৭৫.১৮	৪৫১.৬৫	-১৫.৩১	-৩.১২	১৯.০১	-৯.৩১	৪২.৫৪
							-(৩.০৬)	-(০.৬২)	(৪.০০)	-(১.৮৮)	(৯.৪২)
iii) বেসরকারি খাত	১৭৪৭৬.৭৬	১৭১৯৫.১২	১৬৮৫০.৭৭	১৬৪১২.২৯	১৫৯৮৫.৩০	১৪৯৪২.৫৬	২৮১.৬৩	৩৪৪.৩৬	৪২৬.৯৯	১০৬৪.৪৭	১৪৬৯.৭৩
							(১.৬৪)	(২.০৪)	(২.৬৭)	(৬.৪৯)	(৯.৮৪)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৪২৫৯.৭৯	-৩৭৫৯.৬৫	-৩৫২৫.৭৫	-৩৭৩৪.২০	-৩৫৮৬.৪৩	-৩৫৬৩.৩১	-৫০০.১৪	-২৩৩.৯০	-১৪৭.৭৭	-৫২৫.৬০	-১৭০.৮৯
							-(১৩.৩০)	-(৬.৬৩)	-(৪.১২)	-(১৪.০৮)	-(৪.৮০)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	২১৭৪৬.২২	২১১৫০.৪৩	২০৫৩৬.৮৬	২০৩৩২.৩৪	১৯৩৭২.৪২	১৮৮৭১.৬৮	৫৯৫.৭৯	৬১৩.৫৭	৯৫৯.৯২	১৪১৩.৮৮	১৪৬০.৬৬
							(২.৮২)	(২.৯৯)	(৪.৯৬)	(৬.৯৫)	(৭.৭৪)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৫১০১.৬৭	৪৮৯৬.২৯	৪৭৪৯.২০	৫০০৯.২৭	৪৫৫৩.৭৫	৪৯১৮.৮৮	২০৫.৩৮	১৪৭.০৯	৪৫৫.৫২	৯২.৪০	৯০.৩৯
							(৪.১৯)	(৩.১০)	(১০.০০)	(১.৮৪)	(১.৮৪)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	২৯৬৪.৫২	২৯৬৪.৩২	২৭৬৩.৭২	২৯০৪.৩৭	২৬১১.৯৫	২৯১৯.১৪	০.২০	২০০.৬০	২৯২.৪১	৬০.১৫	-১৪.৭৭
							(০.০১)	(৭.২৬)	(১১.২০)	(২.০৭)	-(০.৫১)
ii) তলবি আমানত	২১৩৭.১৫	১৯৩১.৯৭	১৯৮৫.৪৮	২১০৪.৯০	১৯৪১.৮০	১৯৯৯.৭৪	২০৫.১৮	-৫৩.৫১	১৬৩.১১	৩২.২৫	১০৫.১৬
							(১০.৬২)	-(২.৭০)	(৮.৪০)	(১.৫৩)	(৫.২৬)
খ) মেয়াদি আমানত	১৬৬৪৪.৫৫	১৬২৫৪.১৪	১৫৭৮৭.৬৬	১৫৩২৩.০৭	১৪৮১৮.৬৭	১৩৯৫২.৮০	৩৯০.৪১	৪৬৬.৪৮	৫০৪.৪০	১৩২১.৪৮	১৩৭০.২৭
							(২.৪০)	(২.৯৫)	(৩.৪০)	(৮.৬২)	(৯.৮২)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৪১৩১.৭৯	৪০২৭.৩৪	৩৯৯৫.০০	৪১৩৬.৪৭	৩৫৬৭.৮৯	৩৮৩৫.৮৫	১০৪.৪৫	৩২.৩৪	৫৬৮.৫৮	-৪.৬৮	৩০০.৬২
							(২.৫৯)	(০.৮১)	(১৫.৯৪)	-(০.১১)	(৭.৮৪)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৯৩৯.১৮	২৪০২.৭৪	২৩৫৭.৫১	২৪৫৭.৮১	২২৬৮.৯১	২৮৭৪.৯৮	৫৩৬.৪৪	৪৫.২৩	১৮৮.৯০	৪৮১.৩৭	-৪১৭.১৭
							(২২.৩৩)	(১.৯২)	(৮.৩৩)	(১৯.৫৯)	-(১৪.৫১)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১১৯২.৬১	১৬২৪.৫৯	১৬৩৭.৪৯	১৬৭৮.৬৬	১২৯৮.৯৮	৯৬০.৮৮	-৪৩১.৯৮	-১২.৯০	৩৭৯.৬৮	-৪৮৬.০৫	৭১৭.৭৯
							-(২৬.৫৯)	-(০.৭৯)	(২৯.২৩)	-(২৮.৯৫)	(৭৪.৭০)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত সরকারের নীট ঋণ	৮৫৪.২৭	১০০১.২৫	৮৯৯.৭৪	১৪৫৯.৩২	১২৭৮.১০	১৫৭৪.১২	-১৪৬.৯৮	১০১.৫১	১৮১.২২	-৬০৫.০৫	-১১৪.৮০
							-(১৪.৬৮)	(১১.২৮)	(১৪.১৮)	-(৪১.৪৬)	-(৭.২৯)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মা: ডঃ)	৩১৭৭২.০০	২৫৫১২.০০	২৬২১৪.৮০	২৬৭১৪.২০	২৫২৩১.৭০	৩১২০৩.০০					
৭। অতিরিক্ত তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	২৯২৭.৪৫	২৩৮৮.৪৬	২১৫০.০২	১৯৫৮.২৪	১৬৭৭.০৯	১৬৬২.৮৮					
৮। শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ (বিলিয়ন টাকায়)		৪২০৩.৩৫	৩৪৫৭.৬৫	২১১৩.৯২	১৮২২.৯৫	১৫৬০.৩৯					
শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণের অনুপাত(%)		২৪.১৩	২০.২০	১২.৫৬	১১.১১	১০.১১					
৯। টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে)	১২২.৭৭	১২২.০০	১২০.০০	১১৮.০০	১১০.০০	১০৮.৩৬					
১০। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)	৯৮.৬২	১০২.০৫	১০১.৮৬	৯৯.৫৩	১০৫.০৭	১০২.০৩					
১১। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক) (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬ এবং ২০২১-২২)©	১০.০৩	১০.২৬	১০.৩৪	৯.৭৩	৯.৬৯	৯.০২					

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক;

#= সিআরআর ও এসএলআর সংরক্ষণ করার পর; ©= এপ্রিল'২৩ হতে ভিত্তিবছর ২০২১-২২।